

ক ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, গৃহসংস্থান অধিদপ্তর, আবাসন পরিদপ্তর, হাউজিং এস্টেট, গৃহপত্তন ও কমিশনার অফিস এবং গৃহ ও ইমারত গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর ২০০০-২০০১ ও তাহার পূর্ববর্তী নিরীক্ষা বৎসরসমূহের হিসাব, আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুতর অনিয়ম ও ক্ষয়ক্ষতির প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া এই অডিট রিপোর্ট প্রণীত হইয়াছে।

এই রিপোর্টে ১৯৯৭-৯৮ সালের ৭টি, ১৯৯৭-৯৯ সালের ১টি, ১৯৯৮-৯৯ সালের ৮টি, ১৯৯৮-২০০০ সালের ১টি, ১৯৯৭-২০০০ সালের ২টি, ১৯৯৮-২০০০ সালের ৪টি, ১৯৯৯-২০০০ সালের ৩৮টি এবং ২০০০-২০০১ সালের ৪৮টি সর্বমোট ১০৯টি আপত্তির মধ্যে ৩৫টি একক খসড়া অনুচ্ছেদ এবং ৭৪টি আপত্তিকে ২২টি যৌথ খসড়া অনুচ্ছেদে প্রণয়ন করায় ৫৭টি খসড়া অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, উত্থাপিত আপত্তিসমূহের উপর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জবাব প্রাপ্তিতে বিলম্বের কারণেই নিরীক্ষার ফলাফল প্রক্রিয়াকরণে বিলম্ব হইয়াছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮(১) নম্বর অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব নিরীক্ষার দায়িত্ব বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের উপর ন্যস্ত করা হয়।

আটটি মন্ত্রণালয়ের তেইশটি সরকারী বিভাগ/দপ্তর ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এই কার্যালয়ের নিরীক্ষাধীন। সরকারী বিভাগ/দপ্তর ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাব সম্পর্কে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অডিট রিপোর্টসমূহ প্রস্তুত করা হয়। উত্তর-নিরীক্ষার (Post Audit) আওতায় নমুনামূলক নিরীক্ষা (Test Audit) ও শতকরা হার ভিত্তিক নিরীক্ষা (Percentage Audit) কার্যক্রমের ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়াই এই অডিট রিপোর্টসমূহ প্রণয়ন করা হয়।

স্থানীয় যাচাই নিরীক্ষা ও পরিদর্শনে যেসব আর্থিক অনিয়ম গুরুতর বিবেচনা করিয়া পরিদর্শন প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেই সকল অনিয়ম সংশোধনকল্পে সরকার ও মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মধ্যে বিদ্যমান প্রথা অনুযায়ী নিরীক্ষাধীন কার্যালয় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ এমনকি “প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার” হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবের সহিত বিভিন্ন পর্যায়ে ও উপায়ে যোগাযোগের মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা চালানোর পরও যে সকল আর্থিক অনিয়মের ব্যাপারে সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় নাই, সেই সকল অনিয়মের বিবরণ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

এই রিপোর্টে তিনটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে ৫৭টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অমীমাংসিত অডিট আপত্তি, অডিট আপত্তির ফলে আদায়কৃত/সমন্বয়কৃত অর্থের বিবরণী সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক ১০টি বিভাগ/দপ্তর ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ৩১,১০২ টি অডিট আপত্তির মধ্যে ২০০১ সালের ৩০শে অক্টোবর পর্যন্ত সময়কালে উত্থাপিত ২২,৭৪০টি অডিট আপত্তি অমীমাংসিত রহিয়াছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ১৯৭৪ সালের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আইনের ৫ ও ৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী এই রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়া মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইল।